একক ৪ □ কাপড়ে দোষ বা খুঁত (Defects in Fabrics)

গঠন

৪.১ কাপড়ের দোষগুলি কী কী

৪.১ কাপড়ের দোষগুলি কী কী?

কাপড়ে সাধারনতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি হয়ে থাকে, যথা—

১. পাড় খারাপ (Bad selvedges)—পাড় যদি মন্দ হয়, তবে কাপড় যত মূল্যবানই হোক না কেন, দেখতে কুৎসিৎ দেখাবে। এতদ্ভিন্ন পাড় খারাপ হলে কাপড় ফিনিশ করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। খুব পাতলা কাপড়, যেমন—ভয়েল, নয়নসুক, মসলিন প্রভৃতির পাড় জমীন অপেক্ষা বেশী মোটা হলে ক্যালেন্ডার করবার সময় কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা, আবার পাতলা পাড়যুক্ত কাপড় ফিনিশ করবার সময় যে কোন মুহূর্তে গুরুতর রূপে নষ্টও হতে পারে। পাড় কি কি কারনে সাধারনতঃ খারাপ হয় তা এই পুস্তকের ৫৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. টানার সূতা ছিঁড়ে যাওয়া অথবা নীচে পড়ে থাকা (Broken ends and Ends down) : অসাবধানে টানা প্রস্তুত এবং বুনবার সময় টানার ছিঁড়া সূতা না জোড়া লাগালে কাপড়ে লম্বালম্বি (Warp wise) পাতলা রেখা পড়ে থাকে, এটিকে "নাল ডোরা" বলে।

৩. শানার দাগ (Reed marks) : পূর্ব্বোক্ত কারণে অথবা শানার ঘরে (Dent) একই ঝাঁপের দুই বা ততোধিক contiguous সূতা থাকলে; টানায় ইঞ্চি প্রতি কম সূতা থাকলে শানার দোষ থাকলে, টানার বীম ঠিকভাবে setting না হলে, শেডিং ও পিকিং-এর tuning ঠিক না থাকলে, টানার বীমে ঠিকমত weight না থাকলে এই দোষ হয়ে থাকে। এতে কাপড়ের চেহারা অত্যন্ত খারাপ দেখায় এবং এইরূপ কাপড়কে "Reeddy Cloth" বলে।

৪. ভাঙা পোড়েন (Broken picks) : মাকু শেডের ভেতর কিছুটা ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই পোড়েন ছিঁড়ে গেলে তাহা সংশোধন না করে বোনাই এটির কারণ—এই দোষে কাপড়ের বহরের দিকে পাতলা রেখা দৃষ্ট হয় এবং কোন নক্সা বা ডিজাইনের কাপড় হলে নক্সার বিকৃতি ঘটে।

৫. নমুনা বা নক্শা ভাঙা (Patterns broken) : জ্যাকার্ড, ডবি এবং সাধারন তাঁতে যে কোন নক্শার কাপড় বুনতে, টানার সূতা ছিঁড়ে গেলে তা না জোড়ালে বা জোড়ানোর পরে যথাস্থানে না রাখলে এবং ভুল পিক দিলে নক্শা ভেঙ্গে যায়। যাতে এই রূপ না হয় তার জন্য ব-গাঁথা, লিফটিং, পেগ্-প্লেন অথবা জ্যাকার্ড কার্ডের প্রতি বিশেষ দৃষ্টী রাখা প্রয়োজন।

৬. স্থানে স্থানে ঘন পাতলা (Thick and thin places) : অসাবধানে পোড়েন ব্যতীতই বুনে যাওয়া,

কতকটা খুব জোরে ঘা দিয়ে বোনা (Heavy beat up), আবার কতকটা কম জোরে ঘা দিয়া বোনা ইত্যাদি কারণে thick and thin places হয়। অসমান (Uneven) টানা অথবা পোড়েন সুতা দ্বারা কাপড় বুনলে কোরা কাপড়েও thick and thin places দৃষ্ট হয়ে থাকে।

৭. রঙিন কাপড়ে আবোল তাবোল রং (Wrong shades in coloured goods) : রঙ্গিন কাপড়ে এক এক স্থানে এক এক রকম রঙ হওয়া খুবই আপত্তিকর। বুনবার অসাবধানতার জন্যই এইরূপ হয়ে থাকে।

৮. দাগ (Stains) : কাপড়ে সাধারনতঃ প্রায়ই তেলের দাগ (Oil stains) দেখতে পাওয়া যায়। এই দাগ স্পিনিং, উইভিং এবং ফিনিশিং এই তিন অবস্থায়ই ধরতে পারে। যদি টানা বা পোড়েন সূতায় তেলের দাগ থাকে, তবে বুঝতে হবে এই জন্য স্পিনিং ডিপার্টমেণ্ট দায়ী। আর যদি চাপ্‌টা চাপটা তালি দেওয়ার মত দাগ হয় তবে উইভিং ডিপার্টমেণ্ট দায়ী।

৯. লোহার দাগ (Iron stains) : কোরা কাপড়ে প্রায়ই লোহার দাগ ধরে থাকে। এটির কারণ অনুসন্ধান করা সহজ। প্রায়ই দেখা যায় পড়েনের দিকে লাইন ধরে লোহার দাগ। টানা বহুকাল ফেলে রাখলে শানা থেকে এইরূপ দাগ ধরে এবং ঐ অবস্থায় পুনঃরায় বুনবার সময়ে কয়েক ইঞ্চি পর্য্যন্ত কাপড়ে লোহার দাগ লেগে থাকে। কখনও কখনও কাপড়ে পরতে পরতে (Laps of cloth) লোহার দাগ দৃষ্ট হয়। জং ধরা (Rusty) পাইপ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল কাপড়ের উপর পড়ার ফলে এই ধরনের লোহার দাগ ধরে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় Bleacher এবং Finisher দের কাছে কাপড়ে লোহার দাগ ধরে। তারা যখন ভিজা কাপড় অসাবধানতার সঙ্গে কাঠের উপর জল ঝড়াবার জন্য রাখে, তখন ঐ কাঠে কোন লোহার গোঁজা থাকল তা থেকেও এইরূপ দাগ লেগে থাকে।

১০. মিশ্র পোড়েন (Mixed weft) : মিশ্র সুতার পোড়েন বুনলে কাপড়ে গাঢ় চাপ্‌টা তালি দেওয়ার মত (Dark patches) দেখায় এবং সেই কাপড় ধোলাই বা রঙ করলে আরও প্রকট্‌ (Prominent) হয়। উইভারের ভুলে এইরূপ হয়ে থাকে।

১১. মতি কাঁটার দাগ (Temple mark) : টেম্পল ঠিকভাবে কাজ না করলে বা ফিট্‌ না করলে পাড়ে ফুটা দাগ (Holes) হয়ে থাকে।

১২. সুতাভাসা (Floats) : টানার সুতা ভেঙ্গে অপর সুতার সঙ্গে জড়িত হয় এবং ঐ আলগা সুতা কাপড়ের সঙ্গে বুনট হয়ে যায়। আলগা সুতা কাপড়ের উপরিভাগে দৃষ্ট হয়; এটি দেখতে বড়ই বিশ্রী।

১৩. ছাতা ধরা (Mildew) : ফিনিশ করার পর রঙিন অথবা ধোলাই কাপড় অপেক্ষা কোরা কাপড়ে মিল-ডিউ ধরার আশঙ্কা বেশি। মিল-ডিউ যাতে ধরতে না পারে, তার জন্য মাড়ের সঙ্গে কি কি প্রতিষেধক (Antiseptic) ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহা এই পুস্তকের ২৬ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবহার করা সত্বেও আলো বাতাস শূন্য ভিজা (Damp) গুদামে দীর্ঘকাল কাপড় মজুত থাকলে কোরা কাপড়ে (Sized grey cloth) অতি সহজে মিল-ডিউ ধরে থাকে। মিলডিউ দূরীভূত করা কষ্টসাধ্য এবং খুব বেশী রকম আক্রান্ত হলে সুতা নরমও (Tender) হয়। মিল-ডিউ নানা প্রকার, যথা—

(ক) গ্রীন, মিল ডিউ—কাপড়ে বড় বড় চাপটা (Large patches) আকারে দৃষ্ট হয়। (খ) ব্রাউন মিল ডিউ— কাপড়ে ছোট ছোট গোলাকার (Small circular sorts) দৃষ্ট হয়। এই দাগকে সাধারনতঃ লোহার দাগ বলে থাকে (গ) ইয়োলো মিল-ডিউ—কার্পাস বস্ত্রে এই জাতীয় মিলডিউই বেশী ধরে থাকে। যথেষ্ট আলো বাতাসের অভাবই এটির উৎপত্তির কারণ। দেখতে চাপটা চাপটা এবং দাগ দাগ (Like patches and sports)। প্রথম অবস্থায় সাবান সোডায় সিদ্ধ করলে সামান্য দাগ মাত্র বর্ত্তমান থাকে, তারপর ব্লিচ করলে দাগও উঠে থাকে।

১৪. কটি বক্র (Waisted weave) : পোড়েন সূতা যদি নলি থেকে খুব টানের উপর বের হয়ে আসে তবে কাপড়ে এই দোষ হয়।